

# Chapra Bangalji Mahavidyalaya

Department Of Sanskrit

Date: 03/04/2020

Study Material  
For  
4<sup>th</sup> Semester (Hons.)

Introduction of Ayurveda, CBM/SANS-H-SEC-T-2/Section-A/Unit-II

---

Prepared By  
Asit Biswas  
Dept. of Sanskrit, CBM

• টীকা – বাগ্-ভট্ট (অষ্টাঙ্গসংগ্রহ, অষ্টাঙ্গহৃদয় ও রসরত্নসমুচ্চয়)

আর্যেয় সম্প্রদায়ের অপর এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক বাগভট। তিনি তিনটি প্রধান আয়ুর্বেদ বিষয়ক গ্রন্থের রচয়িতা। গ্রন্থ তিনটি হল - অষ্টাঙ্গসংগ্রহ, অষ্টাঙ্গহৃদয় ও রসরত্নসমুচ্চয়। বাগভটের পিতার নাম সিংহগুপ্ত। তিনি সিন্ধুদেশের অধিবাসী ছিলেন। হরীতসংহিতায় বাগ্-ভট্টকে যুধিষ্ঠিরের রাজবৈদ্যরূপে উল্লেখ করা হয়েছে। বাগ্-ভট্টের আবির্ভাব কাল নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে বৈমত্য আছে। সম্ভবতঃ চরক ও সুশ্রুতের পরে, বৌদ্ধযুগের পূর্বে বাগভট আবির্ভূত হয়েছিলেন। কেউ তাকে খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতকের ব্যক্তিত্বরূপে চিহ্নিত করেছে। অষ্টাঙ্গসংগ্রহে আয়ুর্বেদের আটটি অঙ্গই সংগৃহীত হয়েছে। বাগ্-ভট্ট নিজে কিন্তু তার এই গ্রন্থকে কায়চিকিৎসার গ্রন্থ বলে উল্লেখ করেছেন। গ্রন্থটি ছয়টি স্থানে বিভক্ত - সূত্রস্থান, শরীরস্থান, নিদানস্থান, চিকিৎসাস্থান, কল্পস্থান এবং উত্তরস্থান।

- সূত্রস্থানে সূত্রাকারে আয়ুর্বেদের পালনীয় কর্তব্য নির্দিষ্ট হয়েছে।
- শরীরস্থানে শরীরের ধর্মবিভাগ, শিরা-ধমনী প্রভৃতির বিভাগ ও কার্যকারিতা, মরণজ্ঞাপক রিষ্টলক্ষণ, গর্ভব্যাকরণ প্রভৃতির বিশদ বর্ণনা আছে।
- নিদানস্থানে বর্ণিত হয়েছে বিভিন্ন লক্ষণ বা উপসর্গ।
- চিকিৎসাস্থানে সকল রোগের চিকিৎসা পদ্ধতি, পথ্যাপথ্যের ব্যবস্থা নির্দিষ্ট হয়েছে।
- কল্পস্থানের প্রতিপাদ্য বিষয় হল পঞ্চ কম চিকিৎসা বিধি।
- উত্তরস্থানে আছে শিশুরোগ চিকিৎসা, ভূতবিদ্যা, অস্থিভঙ্গাদির চিকিৎসা, বিষচিকিৎসা প্রভৃতির বিস্তৃত বিবরণ।

‘অষ্টাঙ্গহৃদয়’ বাগ্-ভট্ট প্রণীত দ্বিতীয় গ্রন্থ। অষ্টাঙ্গসংগ্রহ অপেক্ষা এর রচনাইশৈলী অনেক প্রাঞ্জল ও সুখবোধ্য। হৃদয় যেমন শরীরের একদেশ হয়েও দশটি প্রধান শিরার দ্বারা সকল শরীরে ব্যাপ্ত। ‘অষ্টাঙ্গহৃদয়’ গ্রন্থটিও তেমনি সূত্র, শরীর, নিদান, চিকিৎসা, কল্প ও উত্তর - এই ছয়টি স্থান দ্বারা অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদে পরিব্যাপ্ত তাকে। অষ্টাঙ্গহৃদয়ের সকল স্থানই উৎকৃষ্ট, বিশেষ করে সূত্রস্থান তো সর্বাতিশায়ী উৎকর্ষের নিদর্শন - “নিদানে মাধবঃ শ্রেষ্ঠঃ সূত্রস্থানে চ বাগভটঃ”।

‘রসরত্নসমুচ্চয়’ গ্রন্থে রসায়ন ঔষধের সেবনবিধি বর্ণিত হয়েছে। বাগ্-ভট্টের মতে যথাসময়ে রসায়ন ঔষধি সেবনে সুফল পাওয়া যায়। এই গ্রন্থে মোট ত্রিশটি অধ্যায় আছে। চতুর্দশ ও পঞ্চদশ অধ্যায়ে যথাক্রমে রাজযক্ষা এবং অর্শ রোগের চিকিৎসার বিশদ বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে।

• টীকা – মাধব কর (রুগ্-বিনিশ্চয়)

বাগভট্টের পরবর্তী অপর উল্লেখযোগ্য আয়ুর্বেদের আচার্য হলেন মাধব কর। তিনি শিলাহুদ নিবাসী হিন্দু করের পুত্র। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দী মাধবের স্থিতিকাল। আয়ুর্বেদশাস্ত্রের ইতিহাসে তিনজন মাধবের নাম পাওয়া যায়। রুগ্-বিনিশ্চয়ের রচয়িতা মাধবের কর-এর পদবী দেখে অনেকে তাকে বাঙ্গালী বলে অনুমান করেন। গ্রন্থটি ‘নিদান’ নামেই অধিকতর প্রসিদ্ধ। গ্রন্থটিতে প্রতি রোগের পাঁচটি নিদান কথিত হয়েছে। মাধবের মতে প্রত্যেক রোগের উৎপত্তির পাঁচটি স্তরভেদ আছে - নিদান, পূর্বরূপ, রূপ, উপশয় এবং সম্প্রাপ্তি।

- **নিদান** - যার দ্বারা রোগের উৎপত্তি হয় তাকে বলা হয় নিদান।
- **পূর্বরূপ** - রোগ হওয়ার পূর্বে রোগের কতিপয় লক্ষণ প্রকাশিত হয় পূর্বরূপে।
- **রূপ** - রোগ হলে যে লক্ষণ দ্বারা রোগের স্বরূপ নির্দিষ্টরূপে জানা যায় তার নাম রূপ।
- **উপশয়** - যার দ্বারা রোগের উপশম হয় তাকে বলা হয় উপশয়।
- **সম্প্রাপ্তি** - বায়ু, পিত্তাদি দোষ কুপিত হয়ে যে ভাবে রোগ উৎপাদন করে তার আনুপূর্বিক বিবরণকে বলা হয় সম্প্রাপ্তি।

রোগের এই পঞ্চ নিদান সম্পর্কে মাধব বলেছেন –

“নিদানং পূর্বরূপাণি রূপান্যুপশয়স্তথা।

সম্প্রাপ্তিশ্চেতি বিজ্ঞানং রোগানাং পঞ্চধা স্মৃতম্ ॥”

আজ থেকে প্রায় সহস্রাব্দিক বৎসর পূর্বে নিদানপঞ্চকের স্বরূপ বর্ণনা করে মাধব আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা বিজ্ঞানকে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। রুগ্-বিনিশ্চয় গ্রন্থে রোগের কারণগুলি কেবল নিরূপিত হয়নি, রোগের অবিষ্ট লক্ষণসমূহও অর্থাৎ মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বের লক্ষণগুলিও ব্যাখ্যাত হয়েছে। মাধবের নামাঙ্কিত অপর একটি গ্রন্থের নাম ‘চিকিৎসা’। বিভিন্ন রোগের চিকিৎসা পদ্ধতি এখানে বিশদ ভাবে আলোচিত হয়েছে। এছাড়াও খাদ্যাখাদ্য ও পরিপাক বিষয়ক ‘কূটমুদগর’, ‘পর্যায়রত্নমালা’, ‘আয়ুর্বেদরসশাস্ত্র’, ‘আয়ুর্বেদপ্রকাশ’ প্রভৃতি গ্রন্থও মাধবের নামের সঙ্গে যুক্ত। তবে এই মাধব ও মাধব কর একই ব্যক্তি কিনা এ বিষয়ে সন্দেহ আছে। সূত্রসংহিতার উপর মাধবের ‘সূত্রতল্লোকবর্তিক’ নামক একখানি টীকা পাওয়া যায়।